আত্মমর্যাদাশীল সিএসও-এনজিও সেক্টর: গ্রান্ড বারগেইন এবং স্থানীয়করণ বিষয়ে প্রচারণা

খুলনা বিভাগীয় কর্মশালা

১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮, সিএসএস আভা সেন্টার, খুলনা

গত ১৫ সেপ্টেম্বর ২০১৮ খুলনার সিএসএস আভা সেন্টারের কনফারেন্স মিলনায়তনে 'আত্মমর্যাদাশীল সিএসও-এনজিও সেক্টর: গ্রান্ড বারগেইন এবং স্থানীয়করণ বিষয়ে প্রচারণা' শীর্ষক দিনব্যাপী প্রচারণা ও কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় খুলনা বিভাগের ১০টি জেলা থেকে স্থানীয় এনজিও, আইএনজিও প্রতিনিধি, ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধি, পরিবেশবাদী সংগঠন, সাংবাদিক ও সরকারি কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। পরিচিতি পর্ব সঞ্চালনা করেন কোস্ট ট্রাস্ট এর সহকারী পরিচালক মোস্তফা কামাল আকন্দ। কর্মশালাটি সঞ্চালনার দায়িত্ব পালন করেন কোস্ট ট্রাস্টের সহকারী পরিচালক শওকত আলী টুটুল ।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ময়মনসিংহের বিভাগীয় কমিশনার । মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন বনফুলের নির্বাহী পরিচালক এবং এডাব এর খুলনা জেলার চেয়ারপার্সন জাকিয়া আক্তার হোসেন, তৃনমূল উন্নয়ন সংস্থার খন্দকার ফারুক আহমেদ, এফএমবি'র খুলনার চেয়ারম্যান জনাব অমরেশ চন্দ্র দাশ, বাগেরহাটের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালক অগ্রজ কুমার রায়, বাগেরহাটের জেলা মহিলা-বিষয়ক কর্মকর্তা হাসনা হেনা এবং উদয়ন বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক ও স্থানীয়করণ বিষয়ক বিভাগীয় কর্মশালার খুলনা বিভাগীয় আহ্বায়ক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান শেখ।

খুলনার: স্থানীয়করণ বিষয়ক প্রচারণা

জাতীয় সংগীতের মাধ্যমে দিনের অধিবেশন শুরু হয়। এরপরই সঞ্চালক শওকত আলী টুটুল দিনের কর্মসূচি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন WHS এর ফলাফলের আলোকে আমরা আঠারোটি প্রত্যাশা তুলে ধরেছি। আমরা তৃণমূলে ও স্থানীয় এনজিওর কাছে থেকে এর সাথে আরও সংযুক্তি আশা করছি। আমাদের আজকের কর্মশালায় আমরা বেশ কিছু ধারণা দেয়ার চেষ্টা করবো এবং আপনাদেরও নিজেদের উদ্যোগে অনেককিছু জানতে হবে।

প্রথমেই মঞ্চে উপবিষ্টরা স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন। *বনফুলের* নির্বাহী পরিচালক এবং *এডাব* এর খুলনা জেলার চেয়ারপার্সন জাকিয়া আক্তার হোসেন বলেন, 'আমার কাছে এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী কর্মশালা মনে হচ্ছে। তিনি বলেন দাতা সংস্থাগুলো ছোট ছোট এনজিও থেকে বড় এনজিওকে গুরুত্ব বেশি দেন আর স্থানীয় এনজিওকে কাজ করার সুযোগ দিলে কাজটি কার্যকরভাবে সম্পন্ন করা যায়।' এফএমবি'র খুলনার চেয়ারম্যান জনাব অমরেশ চন্দ্র দাশ আশাবাদ জানান এই কর্মশালা নতুন উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের এবং এনজিওদের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারবে। রাসটির্ক এর নির্বাহী পরিচালক জানাব মোড়ল নূর মোহাম্মদ বলেন যে আগে এরকম অনেক উদ্যোগ নেয়া হলেও অনেক ক্ষেত্রে সফল হয়নি, তাই একতা বজায় রাখার জন্য সচেতন থাকতে হবে। বাগেরহাটের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরোর সহকারী পরিচালক অগ্রজ কুমার রায় বলেন, 'সব কথার এক কথা হল মানুষ করে সহযোগিতা করা, টাকা উপার্জনের চিন্তা থেকে বেরিয়ে আসা, কাঞ্চণজঙ্গার মত শুভ্র হওয়া।' উদয়ন বাংলাদেশের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান শেখ তার বক্তব্যে উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আশাবাদ জানান যে সমৃদ্ধ এই কর্মশালায় আলোচনার মাধ্যমে একত্রিতভাবে আত্মমর্যাদা সমুন্নত রেখে কাজ করা যাবে। বাগেরহাটের জেলা মহিলা-বিষয়ক কর্মকর্তা হাসনা হেনা তার বক্তব্যে তার অভিজ্ঞতা থেকে জানান যো, জেলার সংগঠন কাজ না করে অন্য স্থানীয় সংগঠন কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন করলে স্থানীয় জনগণের কাছে দায়বদ্ধতা থাকে, যার কারনে কাজটি ভালভাবে খুব কম খরচে শেষ করা সম্ভব হয়।

বিভাগীয় কমিশনার লোকমান হোসেন মিয়া

খুলনা বিভাগীয় কমিশনার লোকমান হোসেন মিয়া তার বক্তব্যে বলেন, 'আজকের বিষয়টা সময়ের দাবি। আমরা সাবই শিখি কিন্তু আত্মস্থ করি না। আমাদের ভালর দিলে ধাবিত হতে হবে, সুন্দরের প্রশংসা করতে হবে।' তিনি আরও বলেন, 'বাংলাদেশের জনগণকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে সিএসও-এনজিওদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তাই তিনি এনজিও সেক্টরের মধ্যে সমঝোতা ও ঐক্য উন্নয়নের আহ্বান জানান।' তার বক্তব্যের শেষে কর্মশালার উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

অংশীদারিত্বের নীতিমালা:

উপস্থাপনা করেন শওকত আলী টুটুল, সহকারী পরিচালক, কোস্ট ট্রাস্ট।

অংশীদারিত্ব নীতিমালার ভিত্তি:

১. নৈতিক দায়িত্ববোধ থেকে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম পরিচালন, পার্টনার এনজিওদের কর্মদক্ষতা উন্নয়ন এবং ক্ষতিগ্রস্ত জনগণের নিকট জবাবদিহিতা।

২. মতামতের ভিন্নতা প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, এগুলিকে সম্পদ হিসাবে বিবেচনা এবং নিজেদের মধ্যে পারস্পারিক নির্ভরশীলতাকে স্বীকৃতি প্রদান।

৩. কার্যকর অংশীদারীত্ব গঠন, তা ধরে রাখা এবং উন্নয়ন।

অংশীদারিত্বের পাঁচ নীতিমালা:

১. স্বচ্ছতা:

- সংগঠনসমূহের মধ্যে পারস্পারিক মত বিনিময় এবং তথ্য আদান-প্রদান এর মাধ্যমে স্বচ্ছতা অর্জন।
- যোগাযোগ এবং আর্থিকসহ সকল পর্যায়ে স্বচ্ছতা সংস্থাসমূহের মধ্যকার বিশ্বস্ততা বৃদ্ধি।

২. ফলাফল নির্ভর রীতি-নীতি:

- মানবিক কার্যক্রম হবে বাস্তব ভিত্তিক এবং কর্মমুখী। এজন্য দরকার পার্টনারদের মধ্যে সুদৃঢ় পরিচালন সক্ষমতা ও যোগ্যতা নির্ভর ফলপ্রসূ সমন্বয়।

৩. ফলাফল নির্ভর রীতি-নীতি:

- মানবিক কার্যক্রম হবে বাস্তব ভিত্তিক এবং কর্মমুখী। এজন্য দরকার পার্টনারদের মধ্যে সুদৃঢ় পরিচালন সক্ষমতা ও যোগ্যতা নির্ভর ফলপ্রসূ সমন্বয়।

৪. দায়িত্ব:

- সততার সাথে প্রাসঙ্গিক এবং সঠিক উপায়ে কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন সংস্থাসমূহের নৈতিক দায়িত্ব।
- প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনাগত দক্ষতা, যোগ্যতা, সামর্থ্য এবং সম্পদের প্রাপ্যতা নিশ্চিত হওয়ার পরই কার্যক্রম শুরু করতে হবে।
- এসব প্রতিশ্রুতির অপব্যবহার সার্বিকভাবে প্রতিরোধের জন্য সংগঠনগুলো সদা সচেষ্ট থাকবে।

৫. সম্পূরক মনোভাব:

- সংগঠনসমূহ ভিন্নতা তখনই সম্পদ হবে যখন একে অন্যের অবদানকে স্বীকৃতি দিবে এবং পরস্পর পরিপূরক হিসাবে কাজ করবে।
- স্থানীয় পর্যায়ের দক্ষতা অন্যতম একটি সম্পদ যা তৈরি ও বৃদ্ধি করতে হবে।
- যখনই সুযোগ আসবে মানবিক কর্মকাণ্ডে একে সংগঠনগুলি এটিকে অবিচ্ছেদ অংশ হিসাবে বিবেচনা করতে সচেষ্ট থাকবে।
- ভাষা ও কৃষ্টি অবশ্যই বাধা হয়ে দাঁড়াবে না এবং এই বাধা অতিক্রম করতে হবে।

গ্রান্ড বারগেইন: উপস্থাপনা করেন কোস্ট ট্রাস্টের সহকারী পরিচালক শওকত আলী টুটুল।

২০১৫ সালে জাতিসংঘের মহাসচিব কর্তৃক মানবিক অর্থায়ন বিষয়ক উচ্চ পর্যায়ের প্যানেল নিয়োগ দেওয়া হয় "Too Important to Fail: Addressing the Humanitarian Financing Gap" যার অন্যতম সুপারিশ ছিল সংকটকালীন অবস্থা মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি, দুর্যোগ প্রশমন ও হ্রাস কল্পে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং সম্পদ নির্ভর মানবিক কার্যক্রমের আওতা বৃদ্ধি করার বিশ্বব্যাপী মানবিক চাহিদার পরিমাণ হ্রাস করা। যার মধ্যে আরও ছিল স্থানীয় সক্ষমতাকে গুরুত্ব দেওয়া এবং Transaction cost কমিয়ে আনা।

এসকল সুপারিশমালা বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ৩৫টির অধিক দাতা সংস্থা, জাতিসংঘ সংস্থা, রেডক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট মুভমেন্ট, আন্তর্জাতিক এনজিও নিজেদের একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে যার নাম "Grznd Bargain"। WHS সম্মেলনে গ্রান্ড বারগেইন গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয় এবং WHS আউটকাম প্রতিবেদনে এটি যুক্ত হয়।

সই সকল দাতা ও সাহায্য সংস্থার যারা মানবিক কর্মকাণ্ডের ফলাফল আরও কার্যকরী করতে ১০ টি মুল কর্মস্রোতের আওতায় ৫২ টি অঙ্গীকার বা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে গ্রান্ড বার্গেইন সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন।

কর্মস্রোতসমূহ:

১. অধিকতর স্বচ্ছতা

২. জাতীয় এবং স্থানীয়ভাবে সাড়া প্রদানকারীদের জন্য আরও অর্থায়ন কৌশল এবং সহযোগিতা প্রদান

৩. নগদ অর্থায়ন ভিত্তিক কর্মসূচির প্রসারে কার্যকর সমন্বয় বৃদ্ধি করা

৪. নিয়মিত বিরতিতে পর্যালোচনাসহ ব্যবস্থাপনা খরচের পুনরাবৃত্তি হ্রাস করা

৫. যৌথ এবং নিরপেক্ষ চাহিদা পর্যালোচনা ব্যবস্থার উন্নয়ন

৬. অংশগ্রহণ প্রক্রিয়ায় আমূল পরিবর্তন: সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করা

৭. দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা এবং অর্থায়নের ক্ষেত্রে মানবিক কর্মকাণ্ডকে যুক্ত সহযোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি করা

৮. দাতাদের অর্থায়ন বা বরাদ্দকৃত তহবিল কোন কর্মসূচির জন্য সুনির্দিষ্ট করার চর্চা যথাসম্ভব সীমিত করা

৯. প্রতিবেদন প্রয়োজনীয়তা ও প্রক্রিয়াকে সহজ এবং সরলীকরণ করা

১০. মানবিক এবং উন্নয়ন সংস্থাসমূহের মধ্যে যোগাযোগ ও সংযোগ বৃদ্ধি করা

এ বিষয়ে পরবর্তীতে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়।

চার্টার ফর চেইঞ্জ

উপস্থাপনা করেন কোস্ট ট্রাস্টের সহকারী পরিচালক বরকত উল্লাহ মারুফ।

বরকত উল্লাহ মারুফ তার প্রেজেন্টেশনে দাতা সংস্থার ফান্ড দেয়ার কারন ও কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন। ডোনারদের ফান্ড নেয়ার ব্যাপারে স্থানীয় সংগঠনের সমমর্যাদা নিশ্চিত করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ডোনারদের থিমের থেকে স্থানীয় অর্গানাইজেশনের চাহিদার ভিত্তিতে ফান্ড ও তা বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারণ করা জরুরী। চার্টার ফর চেইঞ্জ এ ৪৩টি দেশের ১৫০ টি দাতা সংস্থা ৮টি প্রতিশ্রুতিতে স্বাক্ষর করেছে। সেগুলো হল।

১. মানবিক কর্মকাণ্ডে জড়িত উন্নয়নশীল দেশগুলোর এনজিওগুলোর প্রতি সরাসরি অর্থ বরাদ্দ বৃদ্ধি করা

২. অংশীদারিত্বের নীতিমালা পুন-নিশ্চিত করা

৩. দক্ষিণের দেশসমূহের জাতীয় এবং স্থানীয় এনজিওদের অর্থায়নের ক্ষেত্রে অধিকতর স্বচ্ছতা

৪. স্থানীয় দক্ষতাকে ছোট করে দেখার প্রবণতা বন্ধ করা

৫. দেশীয় সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া

৬. সাব কন্ট্রাকটিং সংক্রান্ত বিষয় :

৭. ব্যাপক প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি

৮. অংশীদারদের বিষয়ে জনগণ এবং সংবাদ মাধ্যমের সাথে যোগাযোগ

তহবিল কার্যকারিতা থেকে উন্নয়ন কার্যকারিতা: উপস্থাপনা করেন কোস্ট ট্রাস্টের সহকারী পরিচালক বরকত উল্লাহ মারুফ।

AID effectiveness to Development Effectiveness এর আলোচনায় এইড মূলত দানের থেকে বেশি বাণিজ্যিক। বিভিন্ন পর্যায়ের এনজিওর জন্য ইস্তাম্বুল প্রিন্সিপ্যাল তৈরি করা হয়। GPEDC এর প্লাটফর্মের মাধ্যমে আমরা একটা নৈতিক শক্তি অর্জন করেছি এবং এর মাধ্যমে আমরা ন্যয্যতাভিত্তিক পুণর্বণ্টনের জন্য দাবি করতে পারছি।

তহবিল কার্যকারিতা	উন্নয়ন কার্যকারিতা:
▪ দাতব্য	▪ ন্যায়বিচার ভিত্তিক
▪ দারিদ্রের লক্ষণ নিয়ে কাজ করা	▪ দারিদ্রের মূল কারণ নিয়ে কাজ
▪ মানব চাহিদা	▪ মানব অধিকার
▪ ট্রিকল ডাউন	▪ সমতাভিত্তিক বণ্টন
▪ স্বল্প মেয়াদী ফল	▪ দীর্ঘমেয়াদী ফল

- দাতা সংস্থা চালিত
- নারী সমতা
- কর্মসংস্থান
- অরাজনৈতিক সেবা প্রদান
- সকল উন্নয়ন অংশীদার চালিত
- জেন্ডার সমতা/ সাম্যতা
- মর্যাদাপূর্ণ কাজ
- রাজনীতিই ক্ষমতা

দলীয় কাজ

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের তিনটি দলে ভাগ করা হয় যাতে তারা আলোচনা করে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ে নিজেদের মতামত ও প্রত্যাশা তুলে ধরতে পারেন।

খুলনা বিভাগীয় কর্মশালা: দলীয় কাজ

দল ১: গ্র্যান্ড বার্গেইন-লোকালাইজেন এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতিসমূহের আলোকে, দাতা সংস্থা, জাতিসংঘ সংস্থা, আন্তর্জাতিক এনজিও এবং সর্বোপরি সরকারে নিকট আমাদের কি কি প্রত্যাশা আছে, তা নিজেদের দলে আলোচনা করে একটা তালিকা তৈরি করা। এবং বড় দলে উপস্থাপন করে সবার মতামত নিশ্চিত করা।

দল ২: নিজেদের আত্মমর্যাদা সমুন্নত রাখতে ও যাদের জন্য কাজ করছি তাদের প্রতি, দেশের আইন কানুনের প্রতি, এবং যারা তহবিল দিচ্ছে ও ব্যবস্থাপনা করছে (দাতা সংস্থা ও দাতাদেশের জনগণ, জাতিসংঘ সংস্থা, আন্তর্জাতিক এনজিও) তাদের প্রতি নিজেদের জবাবদিহি করার জন্য আমরা নূন্যতম কি কি করতে পারি। এইরূপ একটি ঘোষণা পত্র তৈরি করা। এবং তা বড় দলে উপস্থাপন করে আরও উন্নয়ন করা।

দল ৩: স্থানীয় এনজিও- সিএসওদের মাঝে সমন্বিত ঐক্য তৈরি করার জন্য কি কি করা যায়? একটি সমঝোতা ভিত্তিক তালিকা তৈরি করা এবং তা বড় দলে উপস্থাপন করে আরও সমৃদ্ধ করা।

দল -০১ এর সুপারিশমালা:

স্থানী সংস্থা সমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা

প্রতিটি জেলায় কর্মরত এনজিওদের তালিকা তৈরি ও দাতা সংস্থার নিকট প্রেরণ করা

স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিক প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন

প্রতিটি জেলাভিত্তিক ফান্ড বরাদ্দ দিতে হবে

আত্মমর্যাদাশীল সিএসও –এনজিও এর কার্যক্রম চলমান রাখতে common network গঠন করা

এনজিও –জিও দূরত্ব কমিয়ে আনা এবং সমন্বয় বৃদ্ধি করা

উন্নত দেশের জাতীয় বাজেটের একটি অংশ দরিদ্র দেশের জন্য ব্যয় করা

দল -০২ এর সুপারিশমালা:

ফান্ডের যথাযথ ব্যবহার ও সংগঠনের উন্নয়ন নিশ্চিত করা

নিজেদের আত্মমর্যাদা সমুন্নত রাখতে INGO সরাসরি মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না

নিজ নিজ NGO দেশের প্রচলিত আইন অনুযায়ী সংগঠন পরিচালনাসহ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা

দাতা সংস্থার প্রশাসনিক ব্যয় কমিয়ে উদ্বৃত্ত অর্থ মাঠ পর্যায়ে ব্যয় বাড়াতে হবে

দাতা সংস্থা এবং বাস্তবায়নকারী সংস্থার মধ্যে যে সুযোগ-সুবিধার পার্থক্য আছে তার সমন্বয় করতে হবে

গুণগত মান নিশ্চিত করে কাজ করতে হবে

দল -০৩ এর সুপারিশমালা:

স্থানীয় NGO-CSO নির্বাচন করে তথ্য সংগ্রহ করা

নেটওয়ার্কিং তেরি করা

সমন্বয় কমিটি গঠন করা

মাসিক/ত্রৈমাসিক/বার্ষিক সভা করা

নীতিমালা প্রণয়ন করা

স্থানীয়/জাতীয়/সরকারী/দাতা সংস্থার মাধ্যমে তহবিল গঠন করা

বিভিন্ন প্রশিক্ষণ আয়োজন করে দক্ষ মানবসম্পদ তৈরি করা

বিভিন্ন শ্রেণী/দফতরের সাথে মতবিনিময় সভা করা

ইস্যু ভিত্তিক কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহণ ও তৃণমূলে বাস্তবায়ন করা

স্থানীয় পর্যায়ে কাজের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা

স্থানীয় বিভিন্ন নেটওয়ার্কের সাথে সমন্বয় সাধন করা

দলীয় উপস্থাপনার শেষে সমাপনী অধিবেশনে সকল জেলা থেকে আগত নারী নেতৃগণ মঞ্চে উপবেশন করেন এবং সারাদিনের কর্মশালায় প্রাপ্ত তথ্য ও শিক্ষণ বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। হাসনা হেনা তার সমাপনী বক্তব্যে বলেন যে এক ছাতার নিচে আসার সময় হয়েছে। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন আজকের অনুষ্ঠানের মাধ্যমে যে যোগসূত্র তৈরি হল এটা আরও জোরালো হবে, সুন্দর হবে। সবার শেষে স্থানীয়করণ বিষয়ক বিভাগীয় কর্মশালার খুলনা বিভাগের সমন্বয়কারী আসাদুজ্জামান শেখ উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানান। দেশাত্মবোধক সংগীতের মাধ্যমে কর্মশালাটির শেষ হয়।

মতামত

বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতির এডভোকেট রুনা সিদ্দিকী বলেন, ‘সবার আগে আমার নিজের ভিতরে একটা স্বচ্ছতা থাকতে হবে। আর নূন্যতম একটা জায়গায় পৌঁছানোর জন্য একটা যোগ্যতার প্রয়োজন হয়।

রুনা সিদ্দিকী

মাগুড়ার ইন্ট্রগ্রেডেড সোসাল এন্ড এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন এর নির্বাহী পরিচালক আবু ইনাম মোহাম্মদ বাকের বলেন, ‘বিচ্ছিন্নভাবে একা কোন দাবি-দাওয়া তোলা যায় না বা উপস্থাপন করা যায় না। এজন্য সংঘবদ্ধতা দরকার, একটা প্লাটফর্ম এ সংঘবদ্ধ হওয়া দরকার। আজকের আলোচনার বিষয়গুলো বিষয়গুলো দেশব্যাপী প্রচারণা করে উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফাঁক-ফোকর গুলো পর্যালোচনা করে দাতা সংস্থার কাছে পেশ করতে পারি। ’ তিনি আরও বলেন এই ধরণের কাজ করতে গেলে স্থানীয় সংগঠনদের নিজেদের ত্রুটি দূর করতে হবে এবং চাহিদা ও কর্মের সাথে সমন্বয় করতে হবে।

আবু ইনাম মোহাম্মদ বাকের

অমরেশ চন্দ্র দাশ

এফএমবির খুলনা জেলার সভাপতি অমরেশ চন্দ্র দাশ বলেন, ‘স্থানীয় এনজিও প্রধান চাহিদা হল ফান্ড ও টেকনিক্যাল সাপোর্ট।’

হাসান মেহেদী

কোস্টাল লাইভিলিহুড এন্ড ইনভারমেন্ট একশন নেটওয়ার্ক এর প্রধান নির্বাহী হাসান মেহেদী বলেন, ‘স্থানীয় সংগঠনের বিষয়ে কথা বলতে গেলে স্থানীয় সংগঠনের মান ও কর্মক্ষমতা কতটুকু সেটা নিয়ে কথা বলতে হবে। অর্থায়ন ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে অনেক দুর্বলতা দেখা যায়। আর ডকুমেন্টেশনের দূর্বলতাও আছে। তাই সংগঠনের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা, অর্থায়ন ও অর্থ ব্যবহার ও তথ্য সংরক্ষণ ঠিকমত হচ্ছে কিনা এ বিষয়গুলোতে নজর দেয়া দরকার।’ তিনি স্থানীয় সংগঠনের জন্য সরকার ও আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে কারও মাধ্যমে না এসে সরাসরি অর্থ বরাদ্দের, সকল সংগঠনের বৈষম্যহীন সম্মানজনক অবস্থান নিশ্চিতকরণ এবং সকলের জন্য সমান ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের দাবি জানান।

ছিন্নমূল মানব কল্যাণ সোসাইটির নাজমা আক্তার তানিয়া বলেন, ছোট প্রতিষ্ঠানের কারণে আমি যোগাযোগের সুযোগ পাচ্ছি না। দাতা সংস্থাগুলো প্রকল্পের বাইরেও সংগঠন গঠনে সহযোগিতা করলে আমার প্রতিষ্ঠান বড় হবার সুযোগ পেতো, কিন্তু সেই সুযোগ না থাকায় আমার প্রতিষ্ঠান ছোটই থেকে যাচ্ছে।